সিরাতু আসমা'ইন নবী (দারস-৩)

আজকে যে নামগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেগুলো হল:

1. محمد - মুহাম্মাদ তথা প্রশংসিত
2. احمد - আহমাদ তথা প্রশংসাকারী
3. حامد - হামিদ তথা প্রশংসাকারী
4. صاحب لواء الحمد - প্রশংসিত পতাকার অধিকারী
5. صاحب المقام المحمود - প্রশংসিত স্থানের অধিকারী

এই 5 টি নামের একটি কমন বিষয় হলো حمد . এর অর্থ হচ্ছে প্রশংসা। আর এই শব্দ থেকে محمود - حمد - حامد - احمد - محمد - এই নামগুলো নির্গত।

প্রথমে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামকরণের ঘটনা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম সম্পর্কিত কোন আয়াত বা বর্ণনা কুরআনে না পাওয়া গেলেও তার জন্মের সময় কালীন একটি ঘটনা (যা হস্তীবাহিনীর ঘটনা হিসেবে পরিচিত) আল্লাহতালা সুরা ফিলে বর্ণনা করেছেন।

ঘটনাটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পাঁচ থেকে সাত মাস আগের ঘটনা। এ ঘটনার পর পরই তার পিতা সিরিয়া সফরে চলে যান। সিরিয়া থেকে ফিরে আসার পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মদিনাতে অবস্থানকালে তিনি সেখানে ইন্তিকাল করেন।

বর্তমান ইথিওপিয়ায় (যা তৎকালীন আবিসিনিয়ায় নামে পরিচিত) রোমানদের সাম্রাজ্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল।যেটি আফ্রিকার একটি অঞ্চল। সেখানকার রাজাদের উপাধি ছিল নাজ্জাশী। সেই নাজ্জাশীর সাম্রাজ্য ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সেখানে তিনি আব্রাহা নামক একজন গভর্নর নিযুক্ত করেন।

আব্রাহা ইয়েমেনে আসার পর লক্ষ্য করলেন, জিলহজ মাস আসার আগে আগেই মানুষজন দলবদ্ধ হয়ে মক্কার দিকে চলে যায়। তিনি তাদেরকে তারা কোথায় যায় সেই মর্মে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, আমরা মক্কায় কাবা তাওয়াফ করার জন্য হজ করার উদ্দেশ্যে যাই। সে এই ভেবে ঈর্ষান্বিত হলো যে, খৃস্টান বাদশাহর অধ্যুষিত অঞ্চলে থেকেও মানুষজন কেন অন্য জায়গায়

যাচ্ছে?! এটা কখনোই হতে পারে না। সে তাদেরকে তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে উন্নত গির্জা তৈরি করে দেবার প্রস্তাব দিলো এবং বলল, তোমরা সেটিকেই তাওয়াফ করবে। অতঃপর, সে ইয়েমেনের সানাআ'তে আরব ভূখন্ডে সর্বপ্রথম কাঁচের তৈরি সুরম্য একটি গির্জা নির্মাণ করল। এরপর ঘোষণা করে দেয়া হলো, অন্য কোথাও নয় বরং সবাই এখন থেকে এটিকেই তাওয়াফ করবে। সেই চমৎকার গির্জা দেখার জন্য দর্শনার্থীরা দলে দলে সেখানে ভিড় করলো। কিন্তু কোনো একজন দর্শনার্থী কী ভেবে সেখানে তার প্রাকৃতিক কাজে সাড়া দিয়ে সেটিকে নোংরা করে ফেলল। একথা আব্রাহা'র কানে পৌঁছানো মাত্রই সে ক্রুদ্ধ হয়ে বললো তোমাদের কাবাকে আমি ধ্বংস করে দেবো । সে ভেবেছিল যে কাবাকে ধ্বংস করলেই বোধহয় এই গির্জার কদর এবং গ্রহণযোগ্যতা মানুষের কাছে বাড়বে।

এমতাবস্থায় সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে নাজ্জাশীর পরামর্শ কিংবা অনুমতি ছাড়াই মক্কা অভিমুখে রওনা হল কাবা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে।
মক্কার অদূরে এসেই সে ভাবল, শুধু কাবা ধ্বংস করাই নয় বরং মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের মনের ভিতর ভয় ঢুকিয়ে দেয়া, যেন তারা ভবিষ্যতে কাবা পুনর্নির্মাণের চিন্তাও না করে। তাই, এরই প্রেক্ষিতে তিনি আব্দুল মুত্তালিবের পশুপাল জব্দ করে সেখানে তাঁবু গেড়ে বিশ্রাম এর জন্য অবস্থান করছিলেন এবং চাচ্ছিলেন যে আবদুল মুত্তালিব যেন মীমাংসার জন্য তাঁর কাছে আসে।
আব্দুল মুত্তালিব, সে তার নিজের পশুগুলোকে ফেরত নিয়ে গেল এবং তাঁকে সাফ সাফ জানিয়ে দিল যে, কাবার মালিক একজন আছেন তিনিই কাবা রক্ষার ফয়সালা করবেন।

এরপরে আব্রাহা, আফ্রিকার বিশিষ্ট হাতিওয়ালা সেনাবাহিনী তথা আসহাবুল ফিল (হস্তীবাহিনী) নিয়ে কাবা ভাঙ্গার জন্য উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসলো। তখন হাতিগুলো বিপত্তি বাঁধিয়ে বসলো; তারা কাবার দিকে আসতেই চাচ্ছিল না বরং অন্যান্য দিকে ঠিকই যাচ্ছিল।
এতে রেগে গিয়ে সে হাতিগুলোকে আঘাত করতে লাগল।

ততক্ষণে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা জাহান্নাম হতে কংকর সহ ঝাকে ঝাকে আবাবিল পাখি পাঠালেন। ছোট ছোট পুতি সদৃশ্য কঙ্করগুলো ছিল আগুনের তৈরি যা এই পাখিগুলো ঠোঁটে করে নিয়ে এসে হস্তীবাহিনীর উপড়ে ফেলল। এতে হস্তীবাহিনীর শরীরের চামড়া পুড়ে, কুঁকড়ে গিয়ে সেখানেই তারা মারা যেতে লাগলো। আব্রাহার গায়েও সেগুলো লেগেছিল তবে আল্লাহ সুবহানাহু

ওয়া তা'আলা তাকে কঠিন আজাব দিতে চেয়েছিলেন তাই সে আব্রাহাকে হায়াত কিছুটা বৃদ্ধি করে দিয়ে ইয়েমেন পর্যন্ত আসার সুযোগ করে দিলেন। ইবনু ইসহাক বলেন, আবরাহার বাহিনী মক্কা থেকে পালিয়ে ইয়েমেন পর্যন্ত মরতে মরতে যায়। আবরাহা তাঁর প্রিয় রাজধানী ছানআ শহরে পৌঁছে লোকদের কাছে আল্লাহর আজাবের ঘটনা বলার পর মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় তাঁর বুক ফেটে কলিজা বেরিয়ে যায়।
(ইবনে কাসির ও তাফসিরে মুনির)

এই হল হস্তীবাহিনীর ঘটনা যা আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা সূরাতুল ফিল-এ বর্ণনা করেছেন। তবে এখানে বিশেষ ব্যাপার হচ্ছে যে, আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "আলাম তারা" "আপনি কি দেখেননি?" অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও তার মায়ের গর্ভে ছিলেন, দেখার তো প্রশ্নই আসে না।
এই ব্যাপারে মুফাসসিরীনগণ বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা এত সুন্দর বাক্যটা এভাবে ব্যবহার করেছেন, এর কারণ হচ্ছে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পৃথিবীতে আছেন। মায়ের গর্ভে থাকার কারণে ইতোমধ্যে এই পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব তৈরি হয়ে গেছে। এ কারণে "আলাম তারা" এটার অর্থ হবে, "আপনি কি জানেন না?"

এই ঘটনাটি এতটাই প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, তখনকার মানুষ কোন ঘটনার কথা বলে সময় নির্ধারণ করতে এই হস্তীবছরের কথা উল্লেখ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মও সেই হস্তীবছর তথা ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাদা আবদুল মুত্তালিব এর আসল নাম ছিলো "শাইবাতুল হামদ", প্রশংসার শুভ্র (সাদা) চুল।
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্ভে থাকাকালীন বারবার একই স্বপ্ন দেখতে লাগলেন যে, তার প্রতি নির্দেশ আসছিল "তুমি তোমার গর্ভে একজন বিশ্বনেতাকে ধারণ করছো। তার জন্মের পর তার নাম রাখবে মোহাম্মদ এবং আহমাদ"। এই ব্যাপারটি আমিনা অন্য কারো কাছে প্রকাশ না করে নিজে নিজেই ঠিক করলেন যে, তার সন্তানের নাম মোহাম্মদ এবং আহমাদ রাখবেন।

(তাবাকাত ইবনে সা’দঃ ১/১০৪, দালাইলুন নুবুয়্যাহঃ ১/৩৬-৩৭, ইবনে হিশামঃ ১/২১০, তারিখে দামেশঃ ১/৪০৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম গ্রহণের সময়টি ছিল রবিউল আউয়াল মাসের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সোমবারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মের পর তার মা আমিনা স্বীয় দাসীকে বললেন আব্দুল মুত্তালিবকে ডেকে আনার জন্য। তখন আব্দুল মুত্তালিব এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোলে তুলে নিলেন। আমিনা তখন তার স্বপ্নের ব্যাপার তার কাছে প্রকাশ করলে, সে সেই হিসেবে এবং তার নিজের নামে যেহেতু “হামদ” রয়েছে সেটা মিলিয়ে মোহাম্মদ এবং আহমদ নাম দুটি খুব পছন্দ করলেন এবং রেখে দিলেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মের সাতদিন পরে তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব আকিকার ব্যবস্থা করলেন এবং সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে আমি আমার নাতির নাম রেখেছি আহমেদ এবং মুহাম্মদ। তখন লোকেরা “এই নাম আগে কখনো শুনিনি এবং আরবে এই নাম অপ্রচলিত” বলে আপত্তি তুললেন এবং বললেন, পূর্বপুরুষদের মধ্যে থাকা সুন্দর নাম অনুযায়ী কেন নাম রাখলেন না। এতে আব্দুল মুত্তালিব তাদেরকে বললেন যে, “আমি চাই আসমানের রব তার প্রশংসা করবে এবং জমিনের সকলেই তার প্রশংসা করবে।”
এটি আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা তার উদ্দেশ্য আব্দুল মুত্তালিবের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করালেন। (ইবনে সা’দঃ ১/১০৩)

বিস্তারিত আলোচনা

নামকরণ:
ডক্টর মুহাম্মদ শায়খানি বলেছেন, এটি চমৎকার বিষয় যে, আব্দুল মুত্তালিব তার নাতির নাম রেখেছে মোহাম্মদ। কারণ হচ্ছে আরবরা এই নাম জানতো না এবং এই প্রশংসার নামটি পৃথিবীর বুকে কিয়ামত পর্যন্ত এত বেশি পরিমাণে উচ্চারিত এবং ব্যবহৃত হবে, এটা কিন্তু আব্দুল মুত্তালিব, আমিনা কিংবা আব্দুল্লাহ তারা কেউই জানতেন না। তার মানে এত সুন্দর নামটি আল্লাহ

তায়ালার পক্ষ থেকেই রাখানো হয়েছে এবং এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযার একটি অংশ।

(محمد عبقرىُ مصلح أم نبى مرسل ص 39)

محمد শব্দের অর্থ,

- যিনি একের পর এক প্রশংসিত হতেই থাকেন

বা

- বেশি বেশি প্রশংসিত হন।

আর احمد শব্দের অর্থ হচ্ছে,

- যিনি যেকোন বিষয়ের সর্বোচ্চ প্রশংসা করেন।

আহমাদ শব্দটি গুণগত দিক দিয়ে সর্বোচ্চ প্রশংসিত এবং মুহাম্মদ শব্দটি সংখ্যাগত দিক দিয়ে সর্বোচ্চ প্রশংসিত। এই দুটি নাম হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মূল নাম এবং মৌলিক নাম যা সকল ইতিহাসে মুজিজা পূর্ণ হয়ে আছে।

প্রচলন:

মোহাম্মদ নামটি আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে শুরু করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মাত্র দু-চার জন সাধারন মানুষ ব্যতীত বিশেষ কারো জন্য ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামটি বিশেষ করেই তার জন্য রাখা হয়েছে।

ইবনে কুতাইবা রহমতুল্লাহি আলাইহি আনহু বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত তার পূর্বে আর (বিশেষ) কারো জন্য এই নাম রাখা হয়নি। এই কারণে, এই নামটি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দিয়েছিলেন যেভাবে ইয়াহিয়া (আলাইহিস সালাম) নামটি আসমান থেকে পাঠিয়েছিলেন।

ইবনে খলক্বন বলেন যে, "মোহাম্মদ" নামে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে জাহেলী যুগে খুব বেশি ঘেঁটে মাত্র তিনজন পাওয়া যায়। তারা হলেন,

1. মুহাম্মদ ইবনে সুফিয়ান ইবনে মাজাশিয়া
2. মুহাম্মদ ইবনে আহিয়াহ (যিনি আব্দুল মুত্তালিবের বংশেরই একজন ছিলেন)

3. মুহাম্মদ ইবনে হামরান।

আব্দুল আহাদ দাউদ বলেন, আহমাদ নামে ইতিহাসের বুকে কাউকেই পাওয়া যায় না এবং মুহাম্মাদ নামেও কাউকেই তেমন পাওয়া যায় না। আমরা খুঁজে দেখেছি মুহাম্মাদ নামে আর কাউকে পাইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামটি কোন মানুষ পরিকল্পিতভাবে রেখেছে বিষয়টা এমন নয় বরং এটি আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'আলার-ই বিশেষ পরিকল্পনার অংশ।

(الإنجيل والصليب، ص36،37 :)

তাহলে বোঝা যায়, "মুহাম্মাদ" নামের অর্থ, যিনি বেশি বেশি প্রশংসিত হন এবং "আহমাদ" নামের অর্থ, যিনি উৎকর্ষতার সাথে চূড়ান্তভাবে প্রশংসা করতে পারেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রশংসাকারী আর কেউই নন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামটিই তার মুজিযার একটি অংশ।

কুরআনে:
মুহাম্মাদ নামটি কুরআনে চারবার এসেছে।

- সূরা আলে ইমরানের 144 নং আয়াতে
- সূরা আহযাবের 40 নং আয়াতে
- সূরা মুহাম্মদ এর 2 নং আয়াতে
- সূরা আল ফাতহ এর 29 নং আয়াতে।

এই চার জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা শুধু নামটিই আনেননি বরং তার সাথে সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্বগত উপাধি ও সাথে এনেছেন।

এছাড়া কুরআনে যেসব জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন সম্বোধন করেছেন, তখনও সরাসরি তার নাম ডেকে কিছু বলেননি বরং তার প্রশংসা সূচক উপাধি দিয়ে ডেকেছেন।
একারণেই মুহাক্কিকিনগণ বলেছেন, আল্লাহ সুবাহানাহু তায়ালা তাকে এতটাই ভালবাসেন যে তাকে কখনো সরাসরি নাম ধরে ডাকেননি যেটা অন্যান্য নবীদের ব্যাপারে ব্যত্যয় ঘটেছে।

স্মরণে সমুন্নত:

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের সাথে যেমন তার নবুয়তের দায়িত্বের ব্যাপারটি এসে যায় ঠিক তেমন ভাবেই আমাদের প্রতিও একটি দায়িত্ব এসে যায়। আর তা হলো দরুদ ও সালাম প্রেরণ করা।

এটা বোঝানোর জন্য সূরা আহযাবে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা বলেছেনঃ

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦

অর্থাৎ, "আল্লাহ নাবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর মালাইকারাও নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।"

পৃথিবীতে এমন কোন মুহূর্তে নেই যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণ হয় না। আর এভাবেই আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'আলা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামটিকে সমুন্নত করেছেন।

কয়েক বছর আগে একটি গবেষণা প্রকাশিত হয় যাতে দেখা যায়, ক্রমান্বয়ে ওয়াক্তের পরিবর্তনের সাথে সাথে পৃথিবীতে সর্বাবস্থায়ই আজান চলছে, কখনোই আজান থেকে পৃথিবী একটুও থেমে নেই। সেই আযানের মধ্যেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামটিকে সমুন্নত করেছেন; আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

এবং আমাদের কালিমাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নিজের নামের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামটিও জুড়ে সমুন্নত করেছেন।

বিশ্বখ্যাতি:

পৃথিবীতে ইসলাম ছড়িয়ে যাওয়ার কারণগুলোর মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামটিও একটি। 2012 সালের একটি জরিপে দেখা যায়, তৎকালীন পৃথিবীতে 70 মিলিয়ন মানুষের নাম ছিল মুহাম্মাদ। বর্তমান পৃথিবীতে ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই "মুহাম্মাদ" নামটি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। এমনকি আরববিশ্বে এই নামটি এতটাই প্রচলিত যে, অচেনা কাউকে মুহাম্মাদ বলে ডাক দিলে অনেক সময় দেখা যায় তার নাম সত্যি সত্যিই মুহাম্মাদ ছিল।

(ر.ف.بودلي: حياة محمد ص 40)

অনন্য নাম:

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের “আহমেদ” নামটি “মোহাম্মদ” নামের চেয়েও অনন্য। মুহাম্মাদ নামটি কয়েকজনের জন্য ব্যবহৃত হলেও আহমাদ নামটি আর কারো জন্যই ব্যবহৃত হয়নি। শুধুমাত্র আসমানী কিতাব গুলোতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আহমাদ নামটি দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্বের উম্মতদের সাথে পরিচিত করেছেন।

এই নামের অর্থ, সর্বোচ্চ গুণগতভাবে প্রশংসিত কিংবা সর্বোচ্চ গুণগতভাবে প্রশংসাকারী। আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'আলার প্রশংসা সর্বোচ্চভাবে যেভাবে করা সম্ভব, একমাত্র সেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই করতে পেরেছেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসার সর্বোচ্চ শিখর বা চূড়া, সেটাও মানুষ তার জন্যই ব্যবহার করেছে। এই হিসেবে তিনি আহমাদ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন,
“আমার জন্য পাঁচটি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ এবং আমি আহমাদ”। তার জমানায় কিংবা তার পূর্বের জমানায় অথবা সাহাবীদের মধ্যে কারও নাম মুহাম্মাদ ছিল না। তবে মুহাম্মাদ ছিল অনেকেরই নাম। পরবর্তীতে তাবেঈনদের মধ্যে সর্বপ্রথম “আহমাদ” নামের একজনকে পাওয়া যায়; আহমেদ ইবনে উমর ইবনে তামিম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “অন্যান্য নবীদেরকে দেয়া হয়েছে অনেক কিছু কিন্তু আমাকে এমন কিছু দেওয়া হয়েছে যেগুলো অন্য নবীদেরকে দেওয়া হয়নি।” তখন সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই জিনিস গুলো কী? তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, “আমি শত্রুপক্ষের জন্য ভয়ের মাধ্যমে সাহায্য প্রাপ্ত হই। (অর্থাৎ আমার নামটাই এমন যে, আমার নাম শুনলেই শত্রুপক্ষ ভয় পেয়ে যায়। এটা অন্য নবীদের বেলায় ছিল না শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর ক্ষেত্রে।) আরেকটি হচ্ছে, এই জমিনে যত কিছু আছে সব কিছুর চাবিকাঠি আমার হাতে দেয়া। আরেকটি হচ্ছে, আমার নাম রাখা হয়েছে আহমাদ; যে নামটি আর কারো জন্য ব্যবহৃত হয়নি। আরেকটি হচ্ছে, সমস্ত পৃথিবীর জমিনকে আমার জন্য পবিত্র করা হয়েছে। (অন্য নবীদের উম্মতের জন্য এরকম ছিল না যা আমাদের নবীর জন্য করা হয়েছে। পৃথিবীর জমিনকে আমাদের জন্য পবিত্র

করা হয়েছে যেন আমরা তায়াম্মুম করতে পারি ও তাতে নামাজ আদায় করতে পারি)। আরেকটি হচ্ছে, আমার উম্মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।”

في مسند أحمد بن حنبل - (ج 1 / ص 98 ترقيم الشاملة، وفي السلسلة الصحيحة 3939)

আহমাদ নামটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আসার আগ পর্যন্ত কেবল তার জন্যই খাস ছিলো তবে এখন যে কেউই চাইলে রাখতে পারবে।

আহমাদ এবং মুহাম্মাদ এই শব্দ দুটি حمد (হামদুন) থেকে এসেছে।

যখন মানুষজন জমিন থেকে আবার পুনরুত্থিত হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটে যাবে সেখানে, সবাই জমায়েত হবে এবং নাক পর্যন্ত ঘামের পানির মধ্যে সবাই হাবুডুবু খাবে, সূর্য নিচে নেমে আসবে, জাহান্নামকে সামনে উপস্থিত করা হবে। মানুষ সেই আজাব থেকে পরিত্রান পাওয়ার নিমিত্তে, হিসেব শুরু করার আবেদন করতে তাদের নবীদের নিকট যাবে। তখন আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে শুরু করে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত কোন নবীই সেই সুপারিশের জন্য সাহস করবে না; তারা বিভিন্ন কারণে নিজেরাই কঠোরভাবে চিন্তিত থাকার কারণে সকলকে ফিরিয়ে দিবেন। তখন তারা, সকলকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যাওয়ার জন্য বলবেন।
লোক সকল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হওয়ার পরে তিনি বলবেন, “হ্যাঁ এটাই আমার কাজ, আমি এটা পারব।” এই বলে তখন সে আল্লাহর আরশে নিচে সেজদায় পড়ে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'আলার সেই গুপ্ত নাম (যা একমাত্র তিনিই জানবেন) জপে আল্লাহর প্রশংসা করবেন। এই কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে حامد (হামিদ) বলা হয়, যিনি প্রশংসা করবেন।
সত্য ঘটনার নামই হচ্ছে মাকামে মাহমুদ।

(صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم : 3148)

সমস্ত মানবজাতির উপরের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসার স্থান। এ কারণে আমরা আযানের দোয়ায় বলি, “হে আল্লাহ! আপনি আমাদের রাসুলকে যে ওয়াদা দিয়েছেন, প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করবেন, সেটা তাকে দিন।”

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসে বলেছেন, “এটাই হচ্ছে সেই মাকামে মাহমুদ, যা আল্লাহ আমাকে দিবেন। ওয়াসিলা - সমস্ত মানবজাতির পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার যোগ্যতা আমি অর্জন করব।” এভাবে তিনি মাকামে মাহমুদ পৌঁছবেন, তাই তার নাম কি হয়েছে صاحب المقام المحمود বা যিনি প্রশংসিত স্থানের অধিকারী।

এরপর প্রত্যেক উম্মতকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের আমল অনুযায়ী আলাদা আলাদা করে দাঁড় করাবেন। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে থাকবে প্রশংসার পতাকা। যার নাম হচ্ছে, لواء الحمد বা প্রশংসার পতাকা। এই পতাকাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে থাকবে, তাই তার নাম হয়েছে صاحب لواء الحمد বা প্রশংসার পতাকার অধিকারী।

প্রাচীন কিতাবে:

নাবিউল উম্মি:

বাংলাতে সরাসরি উম্মী শব্দের কোন অর্থ নেই তবে অনেকে “নিরক্ষর” শব্দ দ্বারা এটা বোঝানোর চেষ্টা করে। নিরক্ষর বলতে বোঝায়, যার পড়ালেখা নেই। কিন্তু উম্মি বলতে বোঝায়, যে মানুষটা মোটেই পড়তে কিংবা লিখতে জানে না। এমন নয় যে তাকে পড়ালেখা শেখানো হলে পারতো বরং উম্মি মানে যাকে লেখাপড়া শিখাতে গেলেও লিখতে পড়তে পারবেই না।
এই বিষয়টিকে আসল আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা নির্দিষ্ট করেছেন। তাকে বাধ্য হয়েই রিসালাতের জন্য জীবনের অনেক কিছু বিসর্জন দিতে হয়েছে। যেমন,
এতিম হয় পৃথিবীতে আসতে হয়েছে, এটা কোন কাকতালিয় ঘটনা নয় বরং তাকে বাধ্য হয় এতিম হিসেবে বড় হতে হয়েছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মের সময় যদি তার পিতা জীবিত থাকতেন, তাহলে ইসলামের শত্রুরা এই প্রশ্ন তুলতে পারত যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসব কথাগুলো (ওহী) বলার জন্য তার পিতাই শিখিয়েছেন। এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আল-আমিন এবং আস সাদিক গুন গুলোও তার পিতা থেকে পেয়েছে বা তার বাবা তাকে এভাবে গড়ে তুলেছে। এসব প্রশ্ন যাতে তারা না করতে পারে, তাই আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এতিম হিসেবে গড়ে তুলেছেন। অভিভাবকহীন হিসেবে গড়ে তুলেছেন যাতে তার অভিভাবক

একমাত্র আল্লাহ তাআলাই হতে পারে। এ কারণে, আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা সূরা দুহা'য় বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা কি আপনাকে এতিম হিসেবে পাননি? অতঃপর তিনি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন" অর্থাৎ, আল্লাহ আপনার অভিভাবক হয়েছেন।
দ্বিতীয় বিসর্জন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিতে হয়েছে উম্মি হিসেবে তথা পড়তে লিখতে জানতেন না। তিনি এটা চেষ্টা করলেও কখনো পারতেন না, কেননা আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা এটা তার অন্তর থেকে মুছে দিয়েছিলেন। যেন কেউ কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে না পারে যে, তিনি লেখাপড়া করে তাওরাত যাবুর ইঞ্জিল কিংবা অন্য সব কিতাব পড়ে সেসব থেকে হুবহু নকল করে কুরআন বানিয়েছেন। রিসালাতের ব্যাপারে এসব প্রশ্ন করার কেউ যেন সুযোগও না পায়, সেজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে অক্ষরজ্ঞানহীন তথা উম্মি বানিয়েছেন।
এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন কমতি নয় বরং এটাই তার বৈশিষ্ট্য।